২৩তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস - ২০১৯ উদ্‌যাপন

২৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ২৩তম জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতির (বিএসটিডি) উদ্যোগে বিএসটিডি'র নিজস্ব কার্যালয়ে মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সাবেক মন্ত্রি পরিষদ সচিব, পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান এবং বিএসটিডি'র সভাপতি ড. সা'দত হুসাইন। অনুষ্ঠানে বিএসটিডি'র আজীবন, সাধারণ ও সহযোগী সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তিলাওয়াত করেন বিএসটিডির নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সমিতি'র সহ-সভাপতি জনাব এম জানিবুল হক।

সভার শুরুতে বিএসটিডি'র মহাসচিব উপস্থিত সকল সদস্য ও সুধীজনকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, আজ ২৩ জানুয়ারী জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস। এ দিনেই ২৩ জানুয়ারি ১৯৮০ সালে বিএসটিডি দেশের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষকদের শীর্ষ প্রফেশনাল সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি জানান, ১৯৯৭ সাল থেকে ২৩ জানুয়ারি জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উপলক্ষে এ বছর দুটি জাতীয় দৈনিক "সমকাল" ও "The Financial Express" পত্রিকায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রির বাণীসহ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে।

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় বলেন এ দিনেই বিএসটিডি'র জন্ম। তিনি জানান, জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। তিনি আরও বলেন, বিএসটিডির পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দিবসে নিয়মিতভাবে জাতীয় পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হচ্ছে। তবে জাতীয় পর্যায়ে এখনো দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা হচ্ছে না। ভবিষ্যতে জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসটি আরো ব্যাপক পরিসরে এবং আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালনের জন্য আমাদের চিন্তা ভাবনা রয়েছে। এ বছর জাতীয় প্রশিক্ষণ দিবসে দৈনিক "সমকাল" এবং "The Financial Express" পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছে। ক্রোড়পত্র প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতার জন্য তিনি ড. মোঃ নুরুল আলম তালুকদার, পরিচালক, সোনালী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদকে এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশে সহযোগিতার জন্য বিএসটিডি'র নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মুহাম্মদ জিল্লুর রহমানকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতি মহোদয় বলেন, বিএসটিডি তিনটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে থাকে। বিষয় তিনটি হলো: (i) Advance Training of Trainers (ATOT), (ii) Protocol Formalities and Articulation (PFA) এবং (iii) Preparation of Reports and Write ups। ইতিমধ্যে এ কোর্সসমূহ সরকারি ও বেসরকারি মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ ছাড়া BSTD's Research and Experimentation Centre on Training (ব্রেকট্) এর মাধ্যমে ইতিমধ্যে ০৫ টি গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যথা: (1) Developing a Structured Internship Program in Bangladesh (2) Post Training Utilization of Foreign Training of Trainers (3) A Strategy for Organizing Effective Training Course in Bangladesh (4) Structure of Foundation Course in Bangladesh Civil Service : its Evolution Since 1979 (5) Developing a Structured Internship Program in Bangladesh.

সভাপতি মহোদয় আরও বলেন, বিএসটিডি পেশাদার প্রশিক্ষকদের জন্য একটি শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। বিগত ৩৮ বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানটি নিরলসভাবে কাজ করছে এবং এ পর্যন্ত ৪৯ টি জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জার্নালের দু'টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি পাবলিক লাইব্রেরীসহ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ের গ্রাহকদের মাঝে চাহিদা অনুযায়ী জার্নাল প্রেরণ করা হচ্ছে। জার্নালের ব্যাপক পরিচিতি ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের পর পরই প্রকাশনা উৎসব করা হয়ে থাকে।

এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় দুটি বিষয়ের ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান (ক) প্রশিক্ষণ সেক্টরের উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, সে সম্পর্কিত পরামর্শ এবং (খ) প্রশিক্ষকদের পেশাগত মান উন্নয়ন, কল্যাণ সাধন ও সমৃদ্ধশালী কিভাবে করা যায় সে সম্পর্কিত পরামর্শ।

অত:পর উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে প্রশিক্ষণ সেক্টরের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে-

ড. মোঃ ওয়ালিউর রহমান, ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ, জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, বেগম সালেহা বেগম ,আলহাজ্ব বিলকিস বেগম, জনাব মোঃ সাইফুল আলম,জনাব মোঃ আনিসুর রহমান এবং বেগম নিলুফার আহমেদ করিম প্রমূখ।

আলোচনা শেষে এম জানিবুল হক, সহ-সভাপতি, বিএসটিডি বলেন আমাদের ট্রেইনাররা প্রশিক্ষণ কর্মে যেন নিজেকে আরও বেশী করে উদ্বুদ্ধ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনেক সময় ট্রেইনাররা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানে আসতে চান না। তাঁর মতে ট্রেনিংকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতে হবে। প্রশিক্ষকদেরকে আরও Update রাখতে হবে। সরকারী কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কেন আসতে চান না, সে বিষয়টি গবেষণা ও সরকারী নীতি পর্যালোচনা করে দেখা প্রয়োজন আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়া Training সেক্টরের উন্নয়নে সরকারের সরাসরি Involvement দরকার।

সমাপনী বক্তব্যে আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, ড. সা'দত হুসাইন বলেন বিএসটিডি কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ জার্নাল বের করা হয় । প্রশিক্ষণ বিষয়ে গবেষণায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গকে বিএসটিডির জার্নালকে গবেষণাকর্মে ব্যবহার করতে হবে। এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। তিনি বলেন সাধারণত স্ব-ইচ্ছায় কেউ প্রশিক্ষক হতে চায় না। তাই প্রশিক্ষণ প্রফেশনকে উচ্চমান নিতে পারে না। শুধু মাত্র সেশন পরিচালনা নয়, প্রশিক্ষককে সর্বক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন করতে হবে। প্রশিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। আধুনিক প্রশিক্ষণ ডিজাইন তৈরী ও লেখালেখির অভ্যাস বাড়াতে হবে। প্রশিক্ষকদের লিখতে হবে। তিনি বলেন আজ আপনারা যে সকল পরামর্শ দিয়েছেন তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সকল সদস্য ও সুধীজনকে বিএসটিডি কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।